মঞ্চ সংবাদ

মে ☐ ১৯৯৪ সংখ্যা ঃ ১৪ ☐ সদস্য, সহযোগী বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য

আবার জুটমিল বন্ধ এই নিয়ে মোট তেরোটা

'৯৩-র ডিসেম্বর মাসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নাগরিক মঞ্চ চটশিল্পের বর্তমান-ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত এক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিল, '৯৪-র মে-জুন মাসে ২০-২৫ টা জুটমিল বন্ধ হবে। কাঁচা পাটের সঙ্কটকেই মূলতঃ এর কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছিল। সারা বছর পশ্চিমবঙ্গের ৫৭টা মিলে পুরো উৎপাদন চালু থাকলে পাট লাগার কথা ৮০-৯০ লক্ষ বেল। সেখানে '৯৩ সালে পাটের মোট ফলন হয়েছিল ৬৭ লক্ষ বেল। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে '৯৪-র নতুন পাট বাজারে না আসা পর্যন্ত শেষ তিন মাস যে সঙ্কট থাকবে, সে কথাও বলা হয়েছিল।

কাঁচা পাটের সঙ্কটের কারণে ডিসেম্বর জানুয়ারী ('৯৩-'৯৪) মাসে এক লরি পাট (৬০ বেল) ১৮ হাজার টাকা বেশী দামে বিক্রি হচ্ছিল। ফলে, কাঁচা পাটের যেসব দালাল জুটমিল চালায়, যেমন, সারদা, বাজোরিয়া, পোদ্দার, কাজোরিয়া, নিমানি, জেন-রা (যারা ব্রিয়ারলির মিলগুলি চালাত) পাট কেনা বেচার মাধ্যমে অরও বেশী মুনাফা করতে পারবে।

রাজ্য সরকারও আগে থেকেই জুটমিল বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা করেছিল, কিন্তু মিলভিত্তিক পিসমিল সমাধান করতে উদ্যোগী হওয়ার ফলে আগে থেকেই সামগ্রিকভাবে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। যেমন, পাটের দালাল মিল মালিকদের পাটের মজুতের সন্ধান করবার কোনোই চেষ্টা করেনি। অথচ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কালোবাজারী রুখতে যেমন মজুত উদ্ধারে সরকারী ও বেসরকারী নানা অভিযান চালানো হয়, এক্ষেত্রেও সেটা করা যেত। ট্রেড ইউনিয়নগুলিও আগে থাকতে স্ব স্ব ইউনিটের কারখানার বাইরে মজুত পাটের ভাণ্ডার কোথায় তা খোঁজ করার চেষ্টা করেনি। আজ যখন একটার পর একটা জুট মিল বন্ধ হচ্ছে এবং সরকার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে শ্রমিক অসন্তোষের চাপে রুটিন-মাফিক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে মালিকরা আসছে না। অর্থাৎ সরকারকে মালিকরা সরাসরি অস্বীকার করছে।

এছাড়াও 'পাবলিক ইউটিলিটি অ্যাক্টে'-র বিশেষ আইন বলে সরকারের হাতে ক্ষমতা আছে। জুট ও জুটমিল এই বিশেষ পরিষেবা আইনের অন্তর্ভুক্ত। কিছু মালিক যেভাবে শ্রমিকদের মজুরী, বোনাস না দিয়ে এবং সরকারকে না জানিয়ে কারখানায় সাসপেন্শন এফ ওয়ার্ক করছে, তাতে I. D. Act-এর ১০/৩ ধারা প্রয়োগ করে লক-আউটকে সরকার বে-আইনী করতে পারতেন, কিন্তু সেটা তারা একটি ক্ষেত্রেও করছেন না।

এখন আশঙ্কা, পাট ওঠার পর (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) এই কারখানাগুলি যখন খুলতে থাকবে, তখন সেইসব ইউনিটগুলিতে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে শ্রমিকদের মাইনেসহ অন্যান্য সুবিধা কমানো, কাজের বোঝা বাড়ানো ও ছাঁটাই-এর প্রস্তাব সম্ভবে। এই ক-মাসে শ্রমিকদের অনাহার ও অর্ধাহারের সুযোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি আবার একবার চটশিল্পে শ্রমিকবিরোধী নানান চুক্তি শ্রমিকদের মানতে বাধ্য করাবেন। রাজ্যসরকার ও তার শ্রমমন্ত্রী শুধু ঘটনার নীরব সাক্ষী থাকবেন।

বন্ধ ১৩টা জুটমিল (মোট কর্মচ্যুত শ্রমিকের সংখ্যা ৫৫,০০০): (১) বজবজ জুটমিল (মালিক-পোদ্দার), (২) হেস্টিংস (বাঙ্গুর/কাজোরিয়া), (৩) প্রেমচাঁদ (লোহিয়া), (৪) এ্যাংলো ইণ্ডিয়া (ওয়ার্ধা), (৫) ভিক্টোরিয়া (ব্রিয়ারলি), (৬) কানোরিয়া (পাসারি), (৭) শ্যামনগর (ব্রিয়ারলি), (৮) হুগলী (অরুণ বাজোরিয়া), (৯) বরানগর (রাজকুমার নিমানি), (১০) এ্যালায়েন্স (সারদা), (১১) আগরপাড়া (সারদা), (১২) গৌরীপুর (পোদ্দার), (১৩) ডেলটা (কুনঝুনওয়ালা)।

■ কানোরিয়ার অনশনরত শ্রমিকদের উপর পুলিশি হামলায় ধিক্কার জানাই ■

মে দিবসে বন্ধ হল বরানগর জুটমিল

ঐতিহাসিক মে দিবসের দিন বন্ধ হল বরানগর জুটমিল। ৩০ এপ্রিল মিল কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়ে ১লা মে সবেতন ছুটির কথা ঘোষণা করেছিল। ১লা মে সকাল বেলায় কারখানায় মে দিবসের রক্ত পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে বরানগর জুটের শ্রমিকরা দেখল 'সাসপেনসন্ অব্ ওয়ার্ক'-এর নোটিশ। ঐতিহাসিক মে দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণের বদলে শ্রমিকদের বসতে হল কিভাবে কারখানা খোলা যায় তার আলোচনায়।

বরানগর জুটমিলের মালিক রাজকুমার নিমানী আদালতের আদেশে কারখানার পরিচালন ভার গ্রহণ করার পর শ্রমিকদের বহু ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে। গত পুজোর সময় বোনাস দেওয়ার ঠিক আগে হঠাৎ মিলে সাসপেনসন্ অব্ ওয়ার্ক ঘোষণা করে। শ্রমিকদের আন্দোলনের চাপে ও স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে মালিক কারখানা খুলতে বাধ্য হয়। গঙ্গা দূষণ সংক্রান্ত মামলাকে কাজে লাগিয়ে কারখানা বন্ধ রাখে। গত ৩০ এপ্রিলের মধ্যে বকেয়া অর্ধেক পুজো বোনাস দেওয়ার কথা ছিল। ২৮ এপ্রিল ১৫ দিনের বেতনও দেওয়ার কথা ছিল। কর্তৃপক্ষ কয়েকদিন আগে জানায়, নির্দিষ্ট দিনে বেতন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। শ্রমিকদের প্রাপ্য এই বকেয়াগুলি ছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত ১৮০০ শ্রমিক এখনও গ্র্যাচুইটির টাকা পায়নি। রাজকুমার নিমানী শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ৬ কোটি টাকা ও ই. এস. আই-এর ৩ কোটি টাকা জমা দেয়নি, ফলে শ্রমিকরা ই. এস. আই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। শ্রমিকদের এতকিছু তছরুপ করা সত্ত্বেও সরকার নীরব কেন—শ্রমিকদের কাছে এখন সেটাই প্রশ্ন! মিলের সংখ্যাধিক শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বকারী বরানগর জুটমিল মজদুর কমিটি মিল খোলার দাবীতে ধারাবাহিক কর্মসূচী নিয়েছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে অচলঅবস্থার অবসানে হস্তক্ষেপ দাবী করেছে। ১০ মে শ্রম কমিশনারের অফিসে কয়েক'শ শ্রমিকের অবস্থান হয়। কমিশনারের পক্ষ থেকে দ্রুত ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় ডাকা হবে প্রতিশ্রুতিতে অবস্থান কর্মসূচী শেষ হয়। এই রিপোর্ট প্রেসে যাওয়ার সময় পর্যন্ত জানা গেছে, ১৭ মে শ্রম কমিশনার ত্রিপাক্ষিক আলোচনা ডেকেছেন। উল্লেখ্য, মজদুর কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, ১৭ মে থেকে পশ্চিমবঙ্গে যেকোন স্থানে কারখানা চালু না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ করা হবে।

অ্যালায়েন্স জুট : সাসপেনশণ অব্ ওয়ার্ক

৬০০ লোক ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব

জগদ্দলের অ্যালায়েন্স মিলস (লেসিস) লিমিটিড-এ গত ৫ই মে, ১৯৯৪ তারিখে সাসপেনশন্ অফ্ ওয়ার্ক হয়। খবরে প্রকাশ, গত ৩রা মে, নাইট শিফটে ব্যাচিং সেকশনে তিনটে মেশিনে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদিও কাঁচামাল ছিল। এই নিয়ে শ্রমিকরা শিফট ম্যানেজার আর. এল. শর্মাকে ঘেরাও করে। যখন তিনি বলেন যে, মেশিন বন্ধ করাটা উপরওয়ালার হুকুম তখন শ্রমিকরা তাদের ক্ষোভ জানাতে থাকেন। পরে বাইরে বেরোবার সময় তিনি পড়ে যান। পরে তিনি অভিযোগ করেন উমাশঙ্কর, প্রেমচাঁদ, লক্ষ্মা পাণ্ডে, সান্তারাম, হিমরাজ, মুসাফির ও জগদীশ-এই সাতজন বদলী শ্রমিক তাকে মারধোর করে। যদিও সাধারণ শ্রমিকরা তার এই কথা সমর্থন করেন না। ৪ মে, ভোর ছটা থেকে আবার কাজ আরম্ভ হয়। দুপুর ২টোর শিফটে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেয়। এই সময় লোকাল ম্যানেজমেণ্টের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে খবর যায় এবং পুলিশ এসে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেয়। শ্রমিকরা বাইরে বেরিয়ে আসেন ও তাদের মিল থেকে বার করে দেওয়া হয়। ৫ই মে সকালে সাসপেনশন্ অফ্ ওয়ার্কের নোটিশ ঝোলানো হয়। ৬ মে স্থানীয় ঘোষপাড়া রোড অবরোধ হয়। গত বাইশ বছরে অ্যালায়েন্স মিলে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কাজ বন্ধ হল। শোনা যায়, মালিক ইতিমধ্যে শ্রমিকদের কাছে সুইং সেকশন বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় এবং প্রায় ৪৮০০ শ্রমিকের মধ্যে ৬০০ জনকে কমানোর প্রস্তাব দেয়।

এর আগে গত দুর্গাপুজোর সময় বোনাস নিয়ে দু-দিন মিল বন্ধ হয়। পরে

অবশ্য ১৬০০ টাকা বোনাসে রাজী হয়ে মিল খুলে দেওয়া হয়। কারখানায় এখনও কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের স্টক আছে। কারখানার বেশীর ভাগ শ্রমিকই বিহার ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। কারখানায় ১১টি শ্রমিক ইউনিয়ন থাকলেও সাধারণ শ্রমিকদের কারও প্রতিই খুব একটা আস্থা নেই। শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই ধাপে ধাপে দেশে চলে যাচ্ছে।

পি এফ : মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা নিন

[নাগরিক মঞ্চ গত ৩১ মার্চ, ১ এপ্রিল '৯৪ পশ্চিমবঙ্গে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বকেয়া রাখা মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে চিঠি দেয়। এরপরই লোক দেখানো হলেও সরকারের পক্ষ থেকে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়। কয়েকজন মালিককে গ্রেপ্তার করার পর বকেয়া প্রায় ৩০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়। এ ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকরা প্রশ্ন তুলছেন, সরকার উদ্যোগ নিলে যে কিছু হয় তার প্রমাণ সরকারের এই ভূমিকা, তবুও সরকার উদ্যোগ অব্যাহত রাখলেন না কেন? শ্রমিক-কর্মচারীরা নিজেরাই যেন চিঠি লিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে সেইজন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিটি হুবহু ছাপালাম।]

রেফারেন্স নং এন. এম৷১০৮৷৯৪
মুখ্যমন্ত্রী,
পঃ বঙ্গ সরকার,
মহাকরণ,
কলকাতা।

বিষয় ঃ রাজ্য সরকারী সংস্থাগুলির বকেয়া পি. এফ. এবং আইন প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট পুলিশী ব্যবস্থার পরিবর্তন।

প্রিয়,
শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু,

আপনি অবগত আছেন, পশ্চিমবঙ্গে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড (পি. এফ)-এর মোট বকেয়ার পরিমাণ বছর বছর বেড়েই চলেছে। ৩১ মার্চ '৯৩ পর্যন্ত পি. এফ বকেয়ার মোট পরিমাণ ছিল ১৪১ কোটি টাকা, আর ২৮শে ফেব্রুয়ারি' ৯৪ যা বেড়ে হয়েছে ২১৪ কোটি টাকা (এর মধ্যে ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানির ২৬ কোটি টাকা ধরা হয়নি)। এটি সারা ভারতে মোট পি. এফ বকেয়ার প্রায় ৮০ শতাংশ। ৩৯ টি জুটমিলই কেবল ৮৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বকেয়া রেখেছে। রাজ্য সরকারি সংস্থার বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ৭০ কোটি টাকা ও কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ২৭ কোটি টাকা। '৯৩-র সেপ্টেম্বরে সংসদীয় সাব কমিটি আপনার সঙ্গে দেখা করে পি. এফ বকেয়া রেখেছে এমন সংস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬। ৪০৯ ধারায় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকাকে সক্রিয় করার প্রস্তাব রাখলে, আপনি অভিযুক্ত সংস্থারগুলির বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এই খবর আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জেনেছি।

রাজ্য সরকারি সংস্থাগুলির বকেয়া পি. এফ দ্রুত জমা দেওয়া হবে-এই প্রতিশ্রুতিও আপনি দিয়েছিলেন। আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে, সরকার নিজের তৈরি আইনের প্রতি নিজেই যদি শ্রদ্ধা না দেখায়, তবে বেসরকারি সংস্থাগুলির পি. এফ জমা না দেওয়ার মতো আইন ভাঙার ঘটনা রোধ করার মতো অবস্থা তৈরী করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে নৈতিক কারণেই। আপনার অবগতির জন্য রাজ্য সরকারি কয়েকটি সংস্থার বকেয়ার পরিমাণ তুলে ধরছি।

সি. এস. টি. সি-৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা, এস. বি. এস. টি. সি-১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা, ওয়েস্টিং হাউস স্যাক্সবি ফার্মার ২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা, এন. বি. এস. টি. সি-৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ২৫ কোটি টাকা, ক্যালক্যা ট্রাম কোম্পানি ২৬ কোটি টাকা। এছাড়াও অন্যান্য বহু সরকারি সংস্থাই এই তালিকায় স্থান পেতে পারে।

পি. এফ বাকি রাখা সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ৪০৬। ৪০৯ ধারায় ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা ছিল তা হল রাজ্য পি. এফ কমিশনারের অফিস রাজ্য পুলিশের এনফোর্সমেন্ট বিভাগকে কেসগুলি পাঠাবেন এবং এনফোর্সমেন্ট বিভাগ উপযুক্ত তদন্ত সাপেক্ষে নির্দিষ্ট এফ. আই. আর. এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি সহ অন্যান্য ব্যবস্থা নেবেন।

কিন্তু এই ব্যবস্থা ডিসেম্বর '৯৩ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট বিভাগ পি. এফ কমিশনার অফিসের সরাসরি অভিযোগ আর নিচ্ছেন না। তার বদলে এখন পি. এফ বাকি রাখা সংস্থার সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক থানায় সরাসরি উপস্থিত হয়ে পি. এফ অফিস থেকে গিয়ে সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে হচ্ছে। প্রথমত এর ফলে দোষী মালিকদের গ্রেপ্তার ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার মতো বিষয়টি আর গোপন রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

দ্বিতীয়তঃ গত তিন মাসে এইভাবেই বহু আলোচিত পি. এফ বাকি রাখা অনেকগুলি সংস্থার মালিক/কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ভিকটোরিয়া, কানোরিয়া, টিটাগড় ইত্যাদি জুটমিলের কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার বা অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

যে উদ্দেশ্যে পি. এফ-এর এই আইন ও শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল এবং সেই উদ্দেশ্যকে আপনার সরকার নীতিগতভাবে সমর্থন জানিয়েছিল, থানা ভিত্তিক অভিযোগ দায়েরের ব্যবস্থা চালু হবার ফলে আজ তা কার্যত বানচাল হতে বসেছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কয়েক লক্ষ শ্রমিক, কর্মচারী ও তাঁদের পরিবার।

এ বিষয়ে আপনি দ্রুত এবং উপযুক্ত হস্তক্ষেপ করবেন এই আশা রাখছি।

তারিখ ঃ—৩১শে মার্চ, ১৯৯৪।
প্রতিলিপি ঃ—
★ শ্রমমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
শ্রমমন্ত্রী, ভারত সরকার।

ধন্যবাদান্তে
(নব দত্ত)
সম্পাদক।

গঙ্গায় শিল্পদূষণ—সর্বশেষ পরিস্থিতি

☐ গঙ্গা দূষণ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রীম কোর্ট এপর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মোট ২৪২টি শিল্প সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১১৭টি 'রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ'-এর রিপোর্ট মোতায়েক, দূষণ রোধে ব্যস্থা নিয়েছে বলে ছাড়পত্র পেয়েছে। ☐ ২৩টি শিল্প সংস্থায় বন্ধের আদেশ এখনো বলবৎ আছে। ☐ ২৯টি শিল্প সংস্থায় দূষণরোধক ব্যবস্থা নেওয়ার মেয়াদ মে-জুন মাসাদ শেষ হচ্ছে। ☐ ৭৩টি মিউনিসিপ্যালিটিকে জল দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আদালত সময় দিয়েছে। আগামী দু-তিন মাসের মধ্যে এ ব্যাপারে রিপোর্ট দিতে হবে। ☐ ১৯৭টি শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্ট সঠিক কিনা তা খতিয়ে দেখতে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে 'নীরি' যে ১৪টি সংস্থাকে নমুনা হিসাবে বেছে নিয়েছেন, তার মধ্যে ১২টিতে 'নীরি'র তদন্ত অনুযায়ী দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আদৌ নেওয়া হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ১৩ মে'র মধ্যে এই ১২টি সংস্থাকে দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যস্থা নিতে হবে অন্যথায় প্রতিদিন ২,০০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও 'নীরি' আলাদা আলাদা ভাবে এ বিষয়ে রিপোর্ট দেবে।

সেবাপ্রতিষ্ঠান : জীব-প্রেমের আধুনিক দৃষ্টান্ত

গত ৭ মে '৯৪ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের ছাঁটাই স্পেশাল অ্যাটেনডেন্টরা পুনর্নিয়োগের দাবিতে ২৫টি সহযোগী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে এক স্মারকলিপি প্রদান করতে গেলে টালিগঞ্জ থানার ওসির নেতৃত্বে এক বিশাল পুলিশ বাহিনী তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু-শতাধিক মিছিলকারীদের অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। কর্তৃপক্ষ স্মারকলিপি নিতে অস্বীকার করায়, শান্তিপূর্ণ মিছিল ও সমাবেশ যখন স্মারকলিপি 'রেজিস্টি ডাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে' এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে তখনই বিনা প্ররোচনায় পুলিশ লাঠি চালায়। মিছিলে উপস্থিত মহিলারাও পুলিশের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারেন নি। ২ জন মহিলাসহ ৬ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। উল্লেখ্য, ৫ মে ৯১ থেকে ৩১ জানুয়ারী '৯২ পর্যন্ত হাসপাতাল বন্ধ থাকার পর প্রায় ৫০০ স্পেশাল অ্যাটেনডেন্টকে বাইরে রেখে হাসপাতাল চালু হয়। এই ৫০০ জনের মধ্যে প্রায় ৩০০ জনই সহায় সম্বলহীনা নিঃস্ব মহিলা। ৪/৫টি সন্তানের পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারিনী। এই অনাথিনীদেরই ৩ জন (মোট ৬ জন) কর্মহীন অবস্থায় 'সাধুবাবাদের দয়ায়' অনাহারে, অর্ধাহারে, বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'-এর প্রচারকরা ৭ই মে সহায়সম্বলহীন এই মানুষগুলির পুনর্নিয়োগের দাবিসম্বলিত স্মারকলিপি নেওয়ার মতো মানবিকতাটুকুও দেখাননি। উপরন্তু পুলিশ দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাবেশে হামলা চালিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরোক্ষে সেবাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে মদত করছেন। পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে তাদের কোনও উদ্যোগই নেই।

নাগরিক মঞ্চ-এর পক্ষে বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড, কলি-৮৫ হইতে প্রকাশিত